R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

সঞ্চয় জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম :
অরুণোদয় সেভিংস এণ্ড
ইনভেষ্টমেণ্ট (ই) লিমিটেড
গভঃ রেজিঃ নং ৩৯০০৫
হেড ও রেজিঃ অফিস :
বারুইপাড়া, কালনা (বর্দ্ধমান)
শাখা অফিস :
ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ ও
দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেণ্ট : স্ন্যাপ কালার ল্যাব:

৭৭শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে মাঘ বুধবার, ১৩৯৭ সাল
১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫্

অদৃশ্য মেথর সার্ভিস তবু ওই খাতে খরচ বাড়ছে

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর পৌরসভায় এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ এক দলীয় (সি পি এম) প্রশাসন চলছে। নাগরিকরা সে কারণে স্বভাবতই ভেবেছিলেন এবার পুর শহরে বিগত গোঁজামিল প্রশাসনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দূর হবে—শহর জীবনে সুস্থ প্রশাসনের হাওয়া বইবে। কিন্তু বর্তমানে শহরে কি স্বাস্থ্য, কি পরিচ্ছন্নতা, কি জল সংবরাহ কোন্ কিছুরই উন্নতি চোখে পড়ছে না। হাট বাজারের নারকীয় অবস্থা দূর হয়নি। দূর হয়নি পথ দখল করে বেচা-কেনা। অন্যদিকে শহরের পরিচ্ছন্নতার দিকে প্রশাসনিক কর্তাদের কোন নজর আছে বলে মনে হয় না। স্বাস্থ্য পরিদর্শক যিনি মাসে মাসে বিশাল টাকা বেতন ও ভাতা পান, তিনি এসব সম্বন্ধে উদাসীন বলে অভিযোগ একাধিক নাগরিকের। পথে ঝাড়ু দেওয়া, গরম-কালে জল দেওয়ার ব্যবস্থা তো কবে লাটে উঠেছে এখন নর্দমা পরিষ্কার করার কাজও বন্ধ। সদর রাস্তার দু'পাশে হাই ড্রেনগুলো তিন মাসেও একবার পরিষ্কার হয় না। কাদা আবর্জনা বদ্ধ জলে মশার বংশ বিস্তার ঘটছে। অন্যদিকে ডাইরিয়া ও এনকেফেলাইটিস জন্ডীবের আতংক দেখা দিলেও প্রশাসন নর্দমার বদ্ধ জল পরিষ্কারের ব্যবস্থা না করে মহা-মারীকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করছেন। পুর নাগরিকদের আরো অভিযোগ—পুর স্বাস্থ্য পরিদর্শক এ সবে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু ফুড এন্ড ডাকটারেশনের দিকে বেশী নজর দেখিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়িয়ে পকেট ভারীতেই ব্যস্ত। খাটা পায়খানা পরিষ্কার করার নিয়ম পুর-সভা তুলে দেবার পর উদ্বৃত্ত মেথরদের দিয়ে কি কাজ করাচ্ছেন তা পুর নাগরিকরা বুঝতে পারছেন না। জনৈক পুর কমিশনার এক সাক্ষাৎকারে জানান পুরসভায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া বন্‌ধ শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৬ ফেব্রুয়ারী বামফ্রণ্টের ডাকা বাংলা বন্‌ধ দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। সকাল থেকে রঘুনাথগঞ্জ শহরের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ থাকলেও তরকারী ও মাছের বাজারে ক্রেতা বিক্রেতার হার মোটামুটি অন্যান্য দিনের মতই ছিল। রিক্সা চলাচল ছিল প্রায় স্বাভাবিক। যানবাহনের মধ্যে বাস চলাচল একেবারে বন্ধ ছিল। অফিস, কাছারী, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক কিছুই খোলেনি। কর্মচারীদের মধ্যে দেখা যায় ছুটির আমেজ। ধুলিয়ানে সকালে সি জে প্যাটেল মোড়ে একটি তেলেভাজার দোকানে সি পি এমের সমর্থকরা হামলা করে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঐ ছোট্ট তেলেভাজার দোকানের মালিক সকালে দোকান পরিষ্কার করছিলেন। সেই সময় সি পি এমের মিছিল দোকানের সামনে থামে এবং দোকানদারের সঙ্গে বচসা হয়। দোকানদার বলেন 'ঝাঁড় দিচ্ছি, খুলবো না।' সেই সময় কয়েকজন সমর্থক দোকানের কাঁচের শোকেসটি ভেঙ্গে দেয়। দোকানদার কয়েকজন সি পি এম সমর্থকের নামে সামসেরগঞ্জ থানায় ডায়রী করেন। থানা প্রথমে ডায়েরী নিতে অস্বীকার করে বলে কয়েকজন অভিযোগ করেন। পরে জনমতের চাপে ডায়েরী লিখতে বাধ্য হয়। স্থানীয় সি পি এম নেতা তামিজুদ্দিন ঘটনার সময় দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং ঘটনা থামাতে সাহায্য করেননি বলে স্থানীয় দোকানদাররা অভিযোগ করেন। ধুলিয়ান ব্যবসায়ী সমিতি এ ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এবং অপরাধীদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

কালুকে বাদ দিয়ে বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন হলো

জঙ্গিপুর : গত ২৭ জানুয়ারী স্থানীয় বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের স্বীকৃতি দিলেন আই এন টি ইউ সির প্রাদেশিক সম্পাদক মোঃ হোসেন আলি। এই ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন নং দেওয়া হয় ১২৭৯৮। স্থানীয় বিনয়কুমার সিংহের বাড়িতে ঐ দিন এক সভায় হরপ্রসাদ সিংহকে সভাপতি করে এই ইউনিয়ন গঠন করা হয়। সভায় উপস্থিত হয়ে মোঃ হোসেন আলি বলেন পূর্বে জঙ্গিপুরের কালু খাঁ একটি অস্বীকৃত বিড়ি ইউনিয়ন চালাচ্ছিলেন। তিনি তা বাতিল করলেন। ঐ ইউনিয়ন বা তার নেতা কালু খাঁকে তিনি স্বীকার করেন না বলে জানান। এখন থেকে হরপ্রসাদ সিংহের নেতৃত্বে জঙ্গিপুর বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তারা শ্রমিকদের হয়ে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দেন।

হাসপাতাল চত্বরের দামী গাছ বিক্রির অভিযোগ

আহিরণ : বহুতালি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘর-বাড়ীগুলি আবার নতুন করে নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। জনৈক ঠিকাদারী সংস্থা সে কাজের ভার পেয়েছেন। স্থানীয় লোকের অভিযোগ ঠিকাদারী সংস্থাটি সংঃ বাস্তুকারের সাথে যোগসাজশে কম্পাউণ্ডের সতেরোটি গাছ কেটে বীরভূমের একটি শ মিলকে বিক্রি করেছেন এবং বাকীগুলিকে বিক্রির তালে আছেন। স্থানীয় মানুষ আরো অভিযোগ করে যে এইসব পুরোনো গাছগুলির গদি বেশ দামী। এবং গাছগুলি যদি কেটে ফেলতেই হয় তবে সেই গদি দিয়েই হাসপাতালের দুয়োর জানলা সার্টার করানো চলতো। কিন্তু তা না করে ঠিকাদার নিম্নমানের কাঠ দিয়ে সেসব তৈরী করাচ্ছেন। নির্বাহী বাস্তুকার (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে মাঘ বুধবার ১৩৯৭ সাল

যৌথ প্রক্রিয়া

আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা গেল যে, ডাব্লু জি জে ৩০১ জীপ গাড়ীটি উপরিলিখিত শিরোনামের নায়ক হইয়াছে। এই গাড়ীটি জনৈক মাখন রায় নাকি জঙ্গিপুর লোকাল সি পি এমকে দান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহা এই পারটির সম্পত্তি বলিয়া নিঃসন্দেহে গণ্য। বাস্তবতঃ তাহা সত্য। কারণ প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যাইতেছে যে, গাড়িটি পার্টি অফিসের সামনেই অপেক্ষমান থাকে এবং পারটির কাজে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু পারটির কাজ ছাড়াও উহা আর এক প্রকার কর্ম করিয়া থাকে। সংবাদে প্রকাশ, উহার মাবিক খরচ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক বহন করিয়া থাকেন এবং এই ব্লকের কাজকর্মের জন্য পার্টি অফিস হইতে ইহাকে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং যৌথ প্রক্রিয়ার পাল্লায় গাড়ীটি পড়িয়াছে। একদিকে ইহা পার্টির সম্পত্তি অন্যদিকে তাহা উক্ত ব্লকের কার্যেও ব্যবহৃত হইতেছে।

সংবাদে প্রকাশ যে, গাড়ীটিকে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক ভাড়া লইয়াছেন। কেন না রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি উহার যাবতীয় তেল খরচ বহন করেন এবং গাড়ীটি ভাড়া লওয়া কাগজপত্রেও দেখান হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু গাড়ীটি নাকি ভাড়াটিয়ার চত্বরে না থাকিয়া মালিকের আওতায় থাকে। অবশ্য মনে করা যদিও অযৌক্তিক, তবু অস্বাভাবিক নয় যে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে হয়ত সংবাদে উল্লেখিত কাজ চলিতেছে। অর্থাৎ তেল খরচ একপক্ষ বহন করিতেছেন আর উভয়পক্ষই স্ব স্ব কাজে গাড়ীটি চালাইতেছেন। এমত ধারণা সত্য হইলেও হইতে পারে। কারণ সংবাদে আরও জানা গেল যে, ইহার আগে যে জীপ গাড়ীটি (ডাব্লু জি জে ৩৯৯৭) ভাড়া দেওয়া ছিল, তাহা সভাপতির সঙ্গে গাড়ীর মালিকের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় বাতিল হয়। সভাপতি গাড়ীটিকে পারটির সভায় লইয়া যাইতে বলিলে গাড়ীর মালিক নাকি রাজী হন নাই। ফলতঃ দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিনব পন্থায় কাজ চালান হইতেছে।

বর্তমানে যে জীপ গাড়ীটির ব্যবহারের কথা বলা হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে সরকারী খরচে দুই কাজ চলিতেছে অবশ্য ইহা মন্দ লোকের কথা। কারণ মন্দ লোকে বিষয়টি তদন্তের জন্য মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করিয়াছেন পারস্পরিক বোঝাপড়া ঠিক থাকিলে এই প্রকার 'যৌথ প্রক্রিয়া' অনুচিত হইলেও চলিতেছে—চলিবেও। এখন অভিযোগমূলে তদন্তের ফলাফল দেখার বিষয়।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

পুরসভার মেথর সার্ভিসের বিরুদ্ধে

আমরা জঙ্গিপুর শহরের সাহেববাজারের বাসিন্দা। আমরা জঙ্গিপুর পুরসভার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি ঘটনা খবর আকারে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক।

সাহেববাজারের বাসিন্দা শ্রীসোমেশ্বর বিশ্বাসের খাটা পায়খানা দীর্ঘদিন হতে পরিষ্কার হয় না। ২-১-৯১ সকাল ৮টার সময় জনৈক মেথর হাতে ঠেলা গাড়ীতে ময়লা তুলে শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাসের (প্রাক্তন পুর কমিশনার) বাগানের পার্শ্বের ড্রেনে ফেলছিল। হাতে ঠেলা গাড়ীতে ময়লা তুলে নিয়ে যাবার সময় ময়লাগুলি রাস্তাতে পড়তে পড়তে যাচ্ছিল। এ ঘটনার প্রতিবাদ স্থানীয় জনসাধারণ করতে থাকেন। জমাদার গণেশচন্দ্র হালদার কাজটি করাচ্ছিলেন। বর্ষাকালে তাঁর দেখা পাওয়া যায় না শহরের মধ্যে। তখন তিনি মাছ চাষে ব্যস্ত থাকেন। এভাবে পরিষ্কার করার তীব্র প্রতিবাদে জমাদার কাজ করা বন্ধ করেছেন। ঘটনা ঘটার দিন ৪-৫ বাদে থানার দারোগাবাবু রহমান সাহেব আমাদের পাড়ার সমাজসেবী শ্রীশিবশঙ্কর ভকতের মুদিখানার দোকানে আসেন ঘটনার বিষয় জানতে।

উক্ত জমাদার ঠিক সময়মত কাজ করেন না, করেন তো নোংড়া ভাবে। আমরা প্রতিবাদ করায় পুর কর্তৃপক্ষ পুলিশ পাঠান ভয় দেখাতে। আমরা এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

দেবব্রত স্বর্ণকার ও অন্যান্য ৫৮ জন জঙ্গিপুরের পুরবাসী।

'বন্ধ' নামে নারকীয় খেলা বন্ধ হোক

রাজনৈতিক প্রতিবেদকঃ গত ৬ ফেব্রুয়ারী তামিলনাডু ডি এম কে সরকারকে গদিচ্যুত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী, উপসাগরীয় যুদ্ধে অন্যতম শরিক আমেরিকার যুদ্ধ বিমানে তেল সরবরাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট বাংলা বন্‌ধের ডাক দিলেন বর্তমানে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে যে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন তখন বনধ ডাকার প্রবণতা, সব রাজনৈতিক দলকেই পেয়ে বসেছে। জনসাধারণের দুঃখে প্রাণ কেঁদে ওঠা রাজনৈতিক দলের বন্‌ধ হয়ে উঠেছে প্রতিপক্ষ তথা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক অস্ত্র। সেই অস্ত্র সরকারী প্রশাসন কতটা কাবু হচ্ছেন বোঝা যায় না, কিন্তু গরীব খেটে খাওয়া মানুষের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে তাঁরা যে কষ্টের মধ্যে পড়ছেন তা বেশ উপলব্ধি করা যায়। বন্‌ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরই দেখা যায় বন্‌ধ সমর্থক দল বন্‌ধ সফল করার জন্য জনগণকে এবং বন্‌ধের বিরুদ্ধ দল বন্‌ধ ব্যর্থ করার জন্য সেই জনগণকেই অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এর দ্বারাই বোঝা যায় এই বন্‌ধ জোর করে জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়। তার উপর সেই ডাক সমর্থক দলের যদি তা আবার শাসক দলের হয় তবে তো কথাই নাই। প্রয়োজনে এই জন সমর্থক আদায় করতে ক্যাডারদের পথে নামানোর রেওয়াজ বর্তমানে চালু হওয়ায় অবস্থা আরও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। চুনো পুঁটি জনগণ বন্‌ধ সমর্থন না করে যাবেন কোথায়? ব্যবসাদার ব্যবসা বন্ধ করেন লুটপাট হয়ে যাবার ভয়ে। বাস বন্ধ থাকে ইউনিয়নের দাপটে। ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখেন সরকার ক্ষতির দিক চিন্তা করে। আর সরকারী কর্মীরা একদিনের সবেতন ছুটি মুফতে পাওয়ার আনন্দে। কিন্তু কেউই ভেবে দেখেন না বন্‌ধ হওয়ায় লোকসান সেই জনগণেরই। টেলিফোন স্তব্ধ। ফলে জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ বনধ সমাজজীবনে ডেকে আনে চরম দুর্ভোগ। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির অভিমত আন্দোলন করতে গেলে দুর্ভোগ তো ভুগতেই হবে। কিন্তু এই সব রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রতিবাদ জানাতে অন্য ব্যবস্থাও তো নিতে পারেন। প্রাক স্বাধীনতা যুগে আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতারা নিজেরাই পথপ্রদর্শক হতেন। যতীন দাস ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে প্রায়োপবেশনে মৃত্যু বরণ করেন। গান্ধীজী বন্‌ধ ডাকতেন না, ডাক দিতেন 'অনশন' এর। সে ডাকে সারা দিয়ে দেশের মানুষ উপবাস করতো। কিন্তু উৎপাদন বন্ধ করে সমাজে দুর্গতি ডেকে আনতো না। স্বাধীনোত্তর যুগে অন্ধ্র প্রদেশ সৃষ্টির দাবীতে 'রামালু' অনশনে জীবনপাত করেন। কিন্তু তিনিও সেই প্রতিবাদের পথ হিসাবে জনজীবনে বিশৃঙ্খলাকারী বনধ এর ডাক দেন নি। এখন নেতারা নিজেদের ভাবেন সুপারম্যান। তাঁরা চান তাঁদের সিদ্ধান্তকে জনগণ কোন রকম চ্যালেঞ্জ না করে পালন করবেন। এর প্রতিবাদ যে করবে সে হবে প্রতিক্রিয়াশীল। এ এক আশ্চর্য পরিবেশ। 'আপনি আচরি ধর্ম শেখাও অপরে' নীতিকে বুড়ো

(শেষ পৃ)

জেলা পরিবহণ শ্রমিক কংগ্রেসের সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১১ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে জেলা পরিবহণ শ্রমিক কংগ্রেসের (আই এন টি ইউ সি) ৩য় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পঃ বঃ কংগ্রেসের সভাপতি ও অন্যতম নেতা এ, বি, এ, গণি খাঁন চৌধুরী, প্রাক্তন সাংসদ অতীশ সিংহ, প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন রেজা ও স্থানীয় ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল। শ্রীগণিখাঁন চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনটি এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে দেখে তিনি দুঃখিত। তিনি এই ভবনের নবরূপায়ণে সচেষ্ট হবেন। বিড়ি ও মোটর শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড চালু করার ব্যাপারেও তিনি সচেষ্ট হবেন বলে জানান। প্রাক্তন সাংসদ অতীশ সিংহ বলেন ভারত সরকারের সঙ্গে সৌদি আরবের চুক্তি অনুযায়ী চটের থলে চালান যাওয়ার ব্যাপারে জ্যোতি বসু বাধা দান করে নিজের মূর্খামির পরিচয় দিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকারের বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনদিনই রূপায়িত হবে না। এ ধরনের একটি সম্মেলনে প্রতিনিধি ও সমর্থক মিলে মাত্র শ'তিনেক মানুষের উপস্থিতি এবং বিধায়ক হবিবুর রহমান ও প্রাক্তন বিধায়ক মোঃ সোহরাবের অনুপস্থিতি কংগ্রেসের ভিতরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট করে দেখিয়েছে।

পঃ বঃ শিক্ষক সমিতির জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ গত ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারী বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলে পঃ বঃ শিক্ষক সমিতির জেলা পঞ্চদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৫০০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি ও প্রধান অতিথি হিসাবে সভাপতি মোঃ সোহরাব উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, কার্য্যকরী সভাপতি নির্মল মাইতি, জেলা কংগ্রেস কার্য্যকরী সভাপতি অতীশ সিংহ, বিধায়ক হবিবুর রহমান এবং কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমূল্যচরণ গুহ। অবসর গ্রহণের বয়স কমানো ও বিদ্যালয় পরিচালন ব্যাপারে আইন কানুন বদলের প্রতিবাদে প্রস্তাব গৃহীত হয় এই সভায়। মঃ আমিনুল্ল, জীবেন পাল এবং সুশীল রায় যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও কার্য্যকরী সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন।

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পরলোকে

মির্জাপুর : মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রমাকান্ত আচার্য্য গত ৯ ফেব্রুয়ারী বহরমপুর হাসপাতালে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি প্রথম জীবনে নবদ্বীপ বকুলতলা হাই স্কুলে শিক্ষক জীবন শুরু করেন। মাঝে জঙ্গিপুর হাই স্কুলে কয়েক বছর শিক্ষকতা করেন। এর পরে ১৯৪৮ সালে মির্জাপুর স্কুলে প্রথম প্রধান শিক্ষক রূপে যোগ দেন। মিষ্টভাষী রমাকান্ত আচার্য্য ছাত্র ও গ্রামের মানুষের অতি প্রিয়জন ছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

একজন এম আর ডিলার বরখাস্ত একজন সাসপেণ্ড

সাগরদীঘি : এই থানার চণ্ডীগ্রামের এম আর ডিলার বদরুদ্দোজাকে হিসেবের বাইরে কেরোসিন তেল মজুত রাখার অপরাধে মহকুমা খাদ্য সরবরাহ নিয়ামক বরখাস্ত করেন। আরো জানা যায় ঐ থানার গোবিন্দঘোষ গ্রামের এম আর ডিলার বদরুদ্দিন আহমেদ রেশনের মাল তোলার পর তা স্টকে জমা করেন না। মহকুমা খাদ্য সরবরাহ নিয়ামক সেই অপরাধে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ দেন। এই এলাকার এম আর ডিলাররা ঘটনা দুটোকে অন্য চোখে দেখছেন বলে খবর। তাঁরা অভিযোগ করেন কন্ট্রোলারের বিরুদ্ধে তাঁরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনা জানিয়ে প্রতিকার চাওয়ায় তিনি ডিলারদের ভয় দেখাতে এসব করে চলেছেন।

বাংলাদেশে পাচার বাড়ায় জিনিসের দাম অগ্নিমূল্য

জঙ্গিপুর : স্থানীয় বিজেপির অভিযোগ খেজুরতলা প্রভৃতি চোরাঘাটগুলি আবার পুরোদমে চালু হওয়ায় প্রচুর পরিমাণ চাল, চিনি, সঃ তেল বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। চোরাকারবারীদের সাথে পুলিশ ও কাষ্টমের যোগসাজশের অভিযোগও এনেছেন বিজেপি। তাঁরা জানান এরকম চলতে থাকলে স্থানীয় বাজারে চাল ৮ টাকা, চিনি ১২ টাকা ও সঃ তেল ৪০ টাকায় উঠবে। বিজেপি এ ব্যাপারে আন্দোলনে নামবেন বলে জানায়।

প্রজাতন্ত্র দিবসের শপথ

স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছর পরেও আমাদের দেশের তেষট্টি শতাংশ মানুষ আজও নিরক্ষর।

এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে নিরক্ষরতার অন্ধকারে রেখে আমাদের প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন কখনোই সফল হতে পারে না।

প্রজাতন্ত্র দিবসে আসুন দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার শপথ গ্রহণ করি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মেয়ে পাচারকারীরা আবার সক্রিয়

জঙ্গিপুর : গ্রামে গঞ্জে অভিযোগ উঠেছে দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে গরীব ঘরের মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার নাম করে বাইরে পাচার করার কাজে আবার একটি চক্র এ অঞ্চলে রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে। ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদের কয়েকজন দালাল এ ব্যবসায় যুক্ত বলে খবর। স্থানীয় জনগণ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে মহকুমা শাসককে লিখিত জানালেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বড় পোষ্ট অফিসের সামনে রাস্তার ধারে দু' কাঠা জায়গার উপর নতুন পাকা বাড়ী তিনখানি ঘর, রান্নাঘর, স্যানিটারী পায়খানা সমেত বিক্রী হবে। যোগাযোগ করুন।

শ্রীদাম হালদার
রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়

বরযাত্রী বোঝাই বাস লুঠ

ধুলিয়ান : গত ২৫ জানুয়ারী বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ মালঞ্চায় বিয়ে করে ফেরার পথে পুঁঠিমারী ব্রিজের উত্তর দিকে ফরেস্টের রাস্তার উপর বরযাত্রী বোঝাই একটি মিনিবাস লুঠ হয়। খবর দুষ্কৃতীরা ৩০/৩৫ জন বরযাত্রী, নতুন বৌ প্রত্যেকের ঘড়ি, আংটি, গয়না এমন কি শাড়ী, গায়ের চাদরও নিয়ে চলে যায়। মালঞ্চা গ্রামের প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধান নজেদ বিশ্বাস আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন প্রায় ৩০/৩৫ ভরি সোনার গয়না, কাপড় সমেত প্রায় তিন লাখ টাকা মাল লুণ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে সমসেরগঞ্জ পুলিশ অন্তর্দ্বীপা গ্রামের কেতাবুদ্দিন সেখ নামে জনৈক দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করে ও তার কাছ থেকে লুঠ করা ৩কটি ঘড়ি উদ্ধার করে। এর তিনদিন পূর্বে এন এইচ ৩৪নং সড়কে চন্দ্রাপুরের কাছে সন্ধ্যা ৬টার সময় 'গৌতম' বাস থামিয়ে ছিনতাই হয়। এ ঘটনারও কোন কিনারা হয়নি। পুলিশের এই নিস্ক্রিয়তা এ অঞ্চলের মানুষ ভাল চোখে দেখছেন না।

নারকীয় খেলা বন্ধ হোক

(২য় পৃষ্ঠার পর)

আঙুল দেখিয়ে নিজেরা ভোগের পথে পা চেলে দেবেন, উপদেশ দেবেন অপরকে সব কিছু কষ্ট ভোগ করার, সুখ ত্যাগ করার। বন্‌ধরূপী অস্ত্র যে ক্রমশঃ ভোঁতা হয়ে আসছে, জনগণের ঘৃণা উদ্রেক করছে, এ কথা নেতারা বুঝেও বুঝতে চান না। বন্‌ধের ফলে নিরন্ন দুঃখী মানুষদের রোজগার বন্ধ হয়ে পরিজনদের নিয়ে উপবাসে থাকতে হয়। সে কথা নেতারা চিন্তাও করেন না। দলের কজীর জোর পরীক্ষার এই অবাঞ্ছনীয় পদ্ধতি চিরতরে বন্ধ হোক।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মির্জাপুর : গত ১ ফেব্রুয়ারী লুম্বারেন ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের উদ্যোগে এবং নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ক্লাবের মাঠে এক ক্রীড় প্রতিযোগিত হয়। লুথারেনের পক্ষ থেকে প্রায় ২৫০ গ্রামবাসী প্রতিনিধি হিসাবে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

বন্‌ধ শান্তিপূর্ণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শান্তি জারী করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে তৎপর হচ্ছেন বলে জানা যায়। রঘুনাথগঞ্জের খবরে প্রকাশ জঙ্গিপুরের এস ডি জে এম সুশীল ভট্টাচার্য বনধের দিন অল্প বাধা পেয়েই কোর্টে হাজির না হয়ে ফিরে যান। স্থানীয় লোকেদের অভিযোগ, এর আগে কংগ্রেস, বি জে পি এবং এস ইউ সির ডাকা বন্‌ধে ইনিই পুলিশের সাহায্য নিয়ে জোর করে কোর্ট প্রবেশ করেন। আইনজীবী কোর্ট কর্মী ও উপস্থিত মানুষের কাছে সুশীলবাবুর এ ধরনের আচরণ 'বিস্ময়জনক'। বড় ডাকঘরের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা চোখে পড়ে। বি জে পি ও এস ইউ সি: ডাকা বন্‌ধে তাঁরা পুলিশের সাহায্য নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু এবার নতুন পোষ্ট মাষ্টারকে বাইরে থেকে অফিসে তালা বন্ধ করে বসে থাকতে দেখা যায়।

তবু ওই খাতে খরচ বাড়ছে

(১ম পাতার পর)

৭৬ জন মেথর আছেন। শহর বড় হওয়ায় ও নতুন নতুন নর্দমা তৈরী হওয়ায় উদ্বৃত্ত মেথরদের নর্দমা পরিষ্কারের কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর কথায় সত্যতা নাগরিকরা স্বীকার করতে অক্ষম। কেননা শহরের অধিকাংশ নর্দমাই অনেককাল ধরে পরিষ্কার করা হয় না। অতিরিক্ত পয়সা রোজগারের ধান্দায় শুধুমাত্র ভদ্র বাজারের রাস্তাটি ঝাড়ু দিতে দেখা যায়। মেথর সার্ভিসের এই হাল হলেও, খোঁজ নিয়ে জানা যায় মেথর ও ঝাড়ুদারদের বেতন ও ভাতা বাবদ পুরসভার খরচ বেড়েই চলেছে। উপরন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে ক্যাজুয়াল মেথর হিসাবে ওদের ছেলেমেয়েদের নিযুক্ত করে মোটা টাকা খরচ করা হয়। মেথর সার্ভিস ও পরিচ্ছন্নতা তদারকী কাজে স্বাস্থ্য পরিদর্শক ছাড়াও তিন চারজন সুপার ভাইজার আছেন। যাদের বেতন ভাতাও কম নয়। কিন্তু তারাও কোন কাজ করেন বলে মনে হয় না। এঁরা কাজ করুন আর নাই করুন এঁদের সাতখুন মাপ। কেননা তাঁরা নাকি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ইউনিয়নের সদস্য এবং শাসক দলের মিটিং, মিছিলে এঁদের বিপুল পরিমানে উপস্থিতি দলের পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজন। এবং তাই মাঝে মধ্যে সভা সমিতিতে যোগ দিতে পুরসভাকে একরকম বন্ধ করেও রাখা হয়। বর্তমান বোর্ডের প্রতিনিধিদের গালভরা ঘোষণা তাঁরা শহরের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা চালাতে বদ্ধপরিকর। সংকার থেকে হর শউন্নয়ন খাতে প্রচুর টাকা পাওয়া গেলেও পুর নাগরিকরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবস্থা এমন পর্যায় পৌঁচেছে যে গত ৮ ফেব্রুয়ারী নর্দমা পরিষ্কারের ব্যাপারে মেথরদের দুর্ব্যবহার ১২নং ওয়ার্ডের কমিশনারকেও উত্যক্ত করে তোলে। প্রকাশ পুর অফিসের পাশে পাকুরতলায় মিষ্টির দোকানের সামনের নর্দমা বেশ কয়েকদিন পরিষ্কার না হওয়ায় মিষ্টির দোকানদার নিজে পয়সা দিয়ে একজন মেথর ঠিক করেন। কিন্তু সেই মেথর নর্দমা পরিষ্কারে লাগলে তাদের ইউনিয়নের কর্মকর্তা বলে কথিত জনৈক মেথর ঐ মেথরের সাজসরঞ্জাম কেড়ে নেয় ও তার কাজে বাধা দেয়। কর্মকর্তার বক্তব্য ইউনিয়নের নিয়ম অনুযায়ী ক্যাজুয়াল কর্মী দিয়ে পুরসভা ঐ কাজ করাবে। এই নিয়ে গোলমালের সময় কমিশনার সুশান্ত পাণ্ডের সঙ্গেও নাকি ইউনিয়নের মেথরটি অশালীন আচরণ করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রীপাণ্ডে পুর অফিসে অভিযোগ করতে গেলে পুরকর্মী ইউনিয়নের নেতা শৈলেন মুখার্জীর সঙ্গেও শ্রীপাণ্ডের বচসা হয়। উপ-পুরপিতা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক অফিসে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে আসেননি। এরপর ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়। সুশান্ত পাণ্ডেকে সমর্থন করে পাকুরতলার বেশ কিছু যুবক এগিয়ে আসেন এবং প্রতিবাদ স্বরূপ তারা ঐ নর্দমার ময়লা আবর্জনা নিয়ে পুর অফিসের গেটে ঢেলে দেন। খবর পেয়ে পুরপতি অফিসে আসেন, স্থানীয় যুবক ও সুশান্ত পাণ্ডের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। শ্রীপাণ্ডে ঐ মেথর কর্মকর্তাটির অশালীন আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দাবী জানালে পুরপতি তা মেনে নিয়ে অবস্থা শান্ত করেন।

দামী গাছ বিক্রয় অভিযোগ

(১ম পাতার পর)

গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগ পেয়ে পুলিশে জানালে পুলিশ তদন্ত করে কাঠগুলি যে অবস্থায় আছে তা রেখে দিতে আদেশ দেন। কিন্তু ঠিকাদার সংস্থা পুলিশের আদেশকেও গ্রাহ্য করছে না বলে জানা যায়।

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—

এ. মুখার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।